দৈনিক সংবাদ 85

তারিখ ... 18 JUL 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম 2 ......

উত্তরাঞ্চলের শিক্ষাচিত্র — প্রতিবেদন-২

গ্রামের বহু মেয়ে এখন স্কুল-কলেজে আসছে

॥ আমিনুল হক ॥

নীলফামারী ঃ অবস্থা অনেকটা পাল্টাচ্ছে। লেখাপড়ার দিকে এখন মেয়েদের বেশ ঝোঁক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারা শিক্ষিত-সচেতন হয়ে উঠতে চায়। ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে নয়, মুক্ত আলোয় বেরিয়ে আসতে চায় তারা।

১৩/১৪ বছর আগেও পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম। গ্রামের মেয়েরা মক্তব্যে যেত, বড় জোর তারা যেত প্রাইমারি স্কুলের গন্ডি পর্যন্ত। যাদের অবস্থা ভাল, তাদের পরিবারের কিছু সংখ্যক মেয়ে পরবর্তীতে যেত শহরে হাইস্কুলে পড়তে। দু'একজন কলেজেও ভর্তি হতো; কিন্তু সামগ্রিক চিত্র ছিল এ রকম যে, খুব অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যেত অধিকাংশ মেয়েরই। বিশেষ করে দেশের উত্তর জনপদের রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের নারী-শিক্ষার হার ছিল খুবই কম, আর বাল্য বিবাহের ব্যাপারটি ছিল বেশি। মেয়েদের আবার লেখাপড়া শিখে কি হবে- এ রকম একটা অসচেতনমূলক বক্তব্য মিলতো নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো থেকে।

এখন গ্রামে গেলে অন্য রকম চিত্র মেলে। অত্রাঞ্চলের জেলা শহরগুলোতো বটেই থানা সদরেও পড়তে আসছে অনেকে কিশোরী। আসছে, তারা বাসে, রিকশা কিংবা ভ্যান গাড়িতে বা লোকাল ট্রেনে চেপে। এমন কি অনেকে পায়ে হেঁটে আসছে স্কুল কিংবা কলেজে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মেয়ে এখন প্রাইমারি ও হাইস্কুলের গন্ডি পেরিয়ে ভর্তি হচ্ছে কলেজে। রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের জেলা ৮টির মধ্যে রংপুরে মেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতি সবচেয়ে বেশি। এর পরই স্থান হচ্ছে দিনাজপুরের। বাকি ৬টি জেলার অনেক মেয়েই এই পুরাতন জেলা শহরে হোস্টেল বা মেসে থেকে কলেজে পড়ছে। অপর দিকে মেয়েদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছনে পড়া ক'টি জেলার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট; কিন্তু সেসব জেলারও চিত্র এখন পাল্টে যাচ্ছে। এমনকি ছিটমহল দহগ্রাম-আঙ্গরপোতাও আজ আর পেছনে নেই, দলে দলে মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। সেখানে স্কুলগুলোতে ছেলেমেয়ের সংখ্যা প্রায় সমানে সমান। দহগ্রাম হাইস্কুলে ৩শ' ৩২ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রায় দেড়শ' ছাত্রী। সেখানে মেয়েদের দল বেঁধে পায়ে হেঁটে স্কুলে যেতে দেখা যায়। আগে নীলফামারী, পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধায় নারী শিক্ষার হার ৫ থেকে ৭ ভাগ থাকলেও বর্তমানে এ হার দ্বিগুণ হয়েছে এবং কোন কোনটিতে এরও বেশি বেড়েছে। এছাড়া এসব জেলায় বর্তমানে মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক। তবে সবচেয়ে বেশি গড়ে উঠেছে দিনাজপুর অঞ্চলের জেলা ৩টিতে। এর পেছনে বেসরকারি উদ্যোগ সবচেয়ে বেশি।

দল বেঁধে মেয়েরা যাচ্ছে স্কুলে। এরা লালমনিরহাট জেলার ছিটমহল দহগ্রাম-আঙ্গরপোতার বাসিন্দা। —সংবাদ